যুগান্তর

তারিখ ... 21 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

এক পরহেজগারের মাদ্রাসা

○ হাফেজ মুহম্মদ ওমর ফারুক

নওগাঁর বন্ধু বললেন, তিলনাচকে একটি মাদ্রাসা রয়েছে, পড়ালেখার মান খুবই ভালো। এমনকি ছাত্রদের আমল-আখলাকও অনেক উন্নত। মাদ্রাসাটির পরিচালক অত্যন্ত তাকওয়াবান ও পরহেজগার। জানতে চাইলাম মাদ্রাসায় কীভাবে যাওয়া যাবে। বন্ধু আমাকে ঠিকানা বলে দিলেন। আমি সাপাহারের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সাপাহার পৌঁছে সেখান থেকে ভ্যানযোগে তিলনাচকে যাওয়া যায়। ভ্যানে বসে আমি চারপাশের কুদরতি সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। সবুজ বৃক্ষরাজি, সবুজ ঘাস, কৃষকের ফসলভূমি, মৌসুমি ফলফলাদির মনোরম উদ্যান দেখে মন ভরে গেল। ফলের বাগানে ঝুলে থাকা আমগুলো, সবুজ জমির শাকসবজি আমার দৃষ্টি ভরিয়ে তুলল। প্রশান্তি লাভ করল হৃদয়। আমি যা দেখে অভিভূত হলাম, সেটি হল— এ খানকার উঁচু-নিচু জমিগুলো। এ জমিনের সৌন্দর্য প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। চলতে চলতে ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ভ্যানচালক বললেন ভাই, তিলনাচক এসে গেছে। আঙুলের ইশারায় মাদ্রাসাটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আর তখনই মুয়াজ্জিনের মধুর কণ্ঠে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। মাদ্রাসার মসজিদে গিয়ে দেখলাম অধিকাংশ ছাত্রই জুব্বা-পাগড়ি মাথায় দিয়ে নামাজ পড়তে এসেছে। নামাজ পড়ে মাদ্রাসায় গিয়ে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, পরিচালকের সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না। তারপর আমি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে মাদ্রাসাটি চারপাশ ঘুরে দেখলাম। পুরো মাদ্রাসায় সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। সব ছাত্রই আপন আপন কক্ষে বসে পড়াশোনায় মগ্ন। শিক্ষকদের তদারকি ছাড়াই ছাত্ররা নিজেদের পাঠে গভীর মনযোগী হয়ে আছে। একপর্যায়ে পরিচালকের কক্ষে সালাম দিয়ে প্রবেশ করলাম। অবাক হলাম তার সাদামাটা অবস্থান দেখে। মাটির একটি ঘরে কাঠের চেয়ারে তিনি বসে আছেন। অথচ তিনি বড় একটি মাদ্রাসার পরিচালক। আমার হৃদয়ের গভীরে আওয়াজ এলো যে, তিনি একজন পরহেজগার এবং আল্লাহওয়ালা মানুষ। এমন মানুষ আজকের যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, মাদ্রাসাটি ২০০৭ সালে দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী (দা. বা.)-এর পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নওগাঁর তিলনাচক মাদ্রাসা

অতঃপর আল্লামা জমিরুদ্দীন নানুপুরী (রহ.) এবং আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়াবসহ (দা. বা.) প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এ মাদ্রাসায় এলাকাবাসীর দ্বীনি শিক্ষার উদ্যোগে একটি ক্লাস চালু করা হয়েছে। এতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ কোরআন-হাদিসের পাশাপাশি ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

পরিচালক মহদয়ের কোরবানি দেখে আমি বিস্মিত হলাম। তিনি সাধারণ শিক্ষা অনার্স শেষ করে লং কোর্সের কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে হাটহাজারী তারপর ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে বাংলাদেশে ফেরেন। এত দীর্ঘ অধ্যবসা সত্যিই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি মানুষ হিসেবেও তাঁর ব্যবহার অমায়িক, হাসোজ্জ্বল মুখ, তাকওয়া ও পরহেজগারি যে কাউকে তার প্রতি বিমোহিত করে।

মাদ্রাসা পরিচালনায় তার দক্ষতাও অসাধারণ। ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র পেলে তাদের দু'ক্লাসের পড়া এক বছরে পড়িয়ে দেন। একইভাবে নবম ও দশম শ্রেণীতেও ছাত্রদের মেধার গুরুত্ব দেন। যেন একটি মেধাবী ছাত্রকে নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে একটি মূল্যবান বছর নষ্ট করতে না হয়।

ছাত্রদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন। তার ব্যবহার, কথাবার্তাই ছাত্রদের অনুসরণীয় হয়।

ছাত্ররা ভদ্রতা, সততা শেখে। তার ওপর প্রতি সোমবার বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিটি ছাত্রকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন এবং শান্তি, শৃংখলা, সততা ও নিষ্ঠার ওপর সীমাহীন গুরুত্ব দেন। ছাত্ররাও তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে। আমি দেখলাম, প্রতিটি ছাত্রের চোখে-মুখে এক প্রশান্তির ছাপ। যখন কথা বলে, খুবই নম্রতার সঙ্গে বলে। একেকজন ছাত্র যেন বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ■